৪। চাষ তদারক

অয়ং নিজঃ পরোবেত্তি গণনা লঘুচেতসাম্। মঙ্গরাজ চাষের আপন পর বুঝেন না। শাস্ত্রে বলে—লঘুচেতাগণ আপন ও পর এইরূপ বুঝেন। কর্তাবাবুর আপন চাষের প্রতি যে রকম নজর পরের চাষের প্রতিও সেই রকম। আমরা একদিনের কথা বলিলেই জ্ঞানী পাঠকগণ তাহা হইতে সব বুঝিতে পারিবেন। হাঁড়ির একটি ভাত টিপিলেই সব বুঝা যায়। সর্দার-মজুর গোবিন্দ পুহান সকালে আসিয়া জানাইল, 'আজ্ঞে দেড় মাণ জমি খালি রহিল, চারা আঁটিল না।' কর্তবাবু 'হুঁ' বলিয়া মৌন হইলেন। মজুর হাত জোড় করিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিল।

কর্তাবাবু ক্ষেতে ঘুরিতে বাহির হইয়াছেন। পরিধানে একখানি তেলচিটা মটকার কাপড়, কোমরে গেরুয়া রংয়ের গামছা বাঁধা, কাঁধে বিশাল তালপাতার ছাতা। পিছনে গোবিন্দ পুহান ক্ষেতের হালচাল বলিতে বলিতে চলিয়াছে। আর একটি মজুর কাঁধে দুইটা জোয়াল ফেলিয়া চলিয়াছে। তাহার নাম পাণ্ডিআ। গাঁয়ের সব লোক তখনও উঠে নাই। শিবু পণ্ডিতের সহিত দেখা হইল।

পণ্ডিত নস্য শুঁকিতে শুঁকিতে বাঁ হাঁতে ঘটি লইয়া পুকুর পাড়ে চলিয়াছেন। কর্তাবাবুকে হঠাৎ পিছনে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সাত হাত তফাতে গিয়া ঘটিটা নীচে রাখিয়া ধনুকাকার ধারণপূর্বক, 'অঞ্জলিবদ্ধ ভূত্বা কর্তাবাবুর কীর্তি মায়ুর্যশঃশ্রিয়ং' কামনা করিলেন। কর্তাবাবুর সেদিকে দৃষ্টি নাই, একদিকে তাকাইয়া চলিয়াছেন। কর্তাবাবু কিছুদূর যাইবার পর পণ্ডিত ধীরে ধীরে ঘটিটি তুলিয়া এই শ্লোকটি আওড়াইলেন: অদ্যপ্রাতরেবানিষ্ঠ দর্শনং জাতং নজানে কিমভিমতং দর্শয়িষ্যতি। পণ্ডিতদিগের শ্লোক আওড়ানো অভ্যাস, আমাদের তাহাতে কি?

শ্যাম গোছাই জাতে বাউরি, তার খামার গাঁয়ের ধারে। আগেই রোয়া হইয়াছিল বলিয়া সমস্ত জমিটা সবুজ হইয়া গিয়াছে। শ্যাম নুইয়া পড়িয়া আল বাঁধিতেছে। কর্তাবাবু কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া কোমল কণ্ঠে বলিলেন, 'এই যে বাবা শ্যাম!' শ্যাম হঠাৎ কর্তাবাবুকে দেখিয়া চমকিয়া গেল। পাঁচ হাত দূরে কোদালটা ফেলিয়া দিয়া কাদার উপরেই শুইয়া পড়িয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। 'আরে ওঠ, আরে ওঠ, আরে ওঠ' বলিয়া সস্নেহে কর্তাবাবু সম্বোধন করিলেন, তারপরে শ্যাম হাত জোড় করিয়া দশ হাত তফাতে দাঁড়াইল। অতঃপর শ্যাম ও কর্তাবাবু মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া সুখ-দুঃখের কথাবার্তা হইল। সমস্ত কথা লিখিলে পাঠকগণ বিরক্ত হইতে পারেন, সেইজন্য সারাংশ মাত্র লিখিতেছি।

শ্যামের বংশের উপর কর্তাবাবুর ভারি নজর। শ্যামের বাপ অপর্তিআ রোজ সন্ধ্যায় গিয়া কর্তাবাবুকে ক্ষেতখামারের হালচাল জানাইত এবং কি করিয়া চাষ করিলে ধান খুব ফলিবে এসব কথা জিজ্ঞাসা করিত, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শ্যাম তাহা করে না। ইত্যবসরে ক্ষেতের উপর কর্তাবাবুর যেন অকস্মাৎ নজর পড়িয়া গেল। যেন চমকিয়া গিয়াছেন এমনি সুরে বলিলেন, 'আরে শ্যামা, তুই করেছিস কি? তুইতো দেখছি নেহাত বোকা!

চাষবাসের কিছুই জানিস না। আরে এত ঘন করে রুইলে কি ধান ফলে? গাছের তো নিশ্বাস ফেলবারও জায়গা রাখিস নি। ওপড়া, ওপড়া, অর্ধেক উপড়ে ফেল।'

গোবিন্দ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া কর্তাবাবুর সমর্থন করিল। শ্যাম হাত জোড় করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'আজ্ঞা, আমি তো চিরকালই এমনি করে রুই, সকলেই রোয়।'

কর্তাবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আরে উল্লুক, ভাল কথা বললে শুনিস না।' গোবিন্দর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আরে গোবিন্দ, দেখিয়ে দে তো।'

এই কথা মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে গোবিন্দ ও পাণ্ডিআ দুই কেয়ারি ক্ষেত অর্ধেক সাফ করিয়া ফেলিল! শ্যাম ডাক পাড়িয়া কর্তাবাবুর পায়ে লুটাইতে লাগিল। কর্তাবাবু রাগিয়া গিয়া মা ঠাকরুণের সহিত শ্যামার ভাই সম্বন্ধ ধরিয়া বলিলেন, 'তুই চাষ করতে জানিস আর নাই জানিস, কর্জ ধানের সুদ এক বিশ্বা* করে আদায় করলে তবে জানবি।' শ্যাম ভয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। কর্তাবাবু 'আরে গোবিন্দ, থাক্ থাক্, ও তার যা ইচ্ছা হয় করুক' এই বলিয়া বোঝা দুইটা লইয়া নিজের না-রোয়া ক্ষেতের দিকে চলিয়া গেলেন।